দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ২০ মার্চ ২০০৫
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যস্ত করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংস করবেন না

মুহম্মদ ঈসা শাহেদী

(শেষ কিস্তি)

মাদ্রাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের বিরোধী ও আলেম বিদ্বেষী মহলটির আরেকটি শ্লোগান একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা। দীর্ঘদিন থেকে এই শ্লোগানটি অনেক যুবক ও চিন্তাবিদের মন-মগজ আচ্ছন্ন করে আছে। তারা চায় ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা। আলাদা মাদ্রাসা শিক্ষা নয়, জেনারেল শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন চায়। প্রস্তাবটি যথেষ্ট মুখরোচক শ্রুতিমধুর, সন্দেহ নেই। কিন্তু পরিণতি ভয়াবহ। ধরুণ; বর্তমানে জেনারেল শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী নয়, অদূর ভবিষ্যতে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনাও নেই। এই পরিস্থিতিতে ওলামায়ে কেরাম ও ধর্মপ্রাণ জনগণের রক্তপানি করা কষ্টে অর্জিত অর্থ দিয়ে পরিচালিত মাদ্রাসা শিক্ষাকে যদি একমুখী শিক্ষার শ্লোগানের তোড়ে জেনারেল শিক্ষায় রূপান্তর করা হয় তাহলে দেশে ইসলামী শিক্ষা, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের কি অবস্থা হবে? ধরুন, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী হয়ে গেল, এরপরও তো মাদ্রাসার আলাদা অস্তিত্ব অস্বীকার করা যাবে না। ইসলামকে নিখুঁতভাবে জানার জন্যে তত্ত্বীয় ও পুঁথিগত বিদ্যার সাথে সাথে হাতে কলমে শিক্ষার দরকার। যা একমাত্র মাদ্রাসার ধর্মীয় পরিবেশেই সম্ভব। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ, এ্যারাবিক বাড়ানো হলে, বড়জোর ওরিয়েন্টালিস্টদের মত পণ্ডিত বের হবে, আলেমে বা আমল হবে না। অথচ আমাদের ধর্মীয় নেতৃত্ব ও দিক-নির্দেশনার জন্য দ্বীনদার হক্কানী আলেম দরকার। লক্ষ্য করুণ, জেনারেল শিক্ষারও বিভিন্ন শাখাকে বিশেষায়িত করা হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ার যারা হবে তাদের জন্য বুয়েটের আলাদা পরিবেশ, কৃষিবিদ্যার জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা বিদ্যার জন্য মেডিকেল কলেজ এবং সমরবিদদের জন্য ক্যাডেট কলেজের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব বোর্ড অস্বীকার করতে পারে না, করে না। ইসলামী শিক্ষার জন্য মাদ্রাসার স্বতন্ত্র পরিবেশের কথা বললে ঐ মহলটির গাত্রদাহ কেন শুরু হয় এবং একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার অবার্চিন শ্লোগান কেন দেয় আমাদের বুঝে আসে না।

এক মাদ্রাসার অভিজ্ঞ অধ্যক্ষ বললেন, বিষয়টি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। মাদ্রাসার দাখিলের পর কলেজে এবং আলিমের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে ছাত্রছাত্রীরা এতদিনের ধর্মীয় চেতনার টানে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হয়। দাখিল ও কামিল পর্যন্ত মাদ্রাসায় থেকে গেলে সেই রেডিমেটকর্মী পাওয়া যাবে না। তাছাড়া দাখিল ও কামিলে অধ্যয়নের পর ছাত্রছাত্রীরা আলেম হয়। অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়; ফলে সহজে তারা কোন দলীয় রাজনীতির পাল্লায় পড়তে চায় না। ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে দেশ ও জাতিকে নিয়ে আলাদাভাবে ভাবতে শিখে। এই অবস্থাও দলীয়

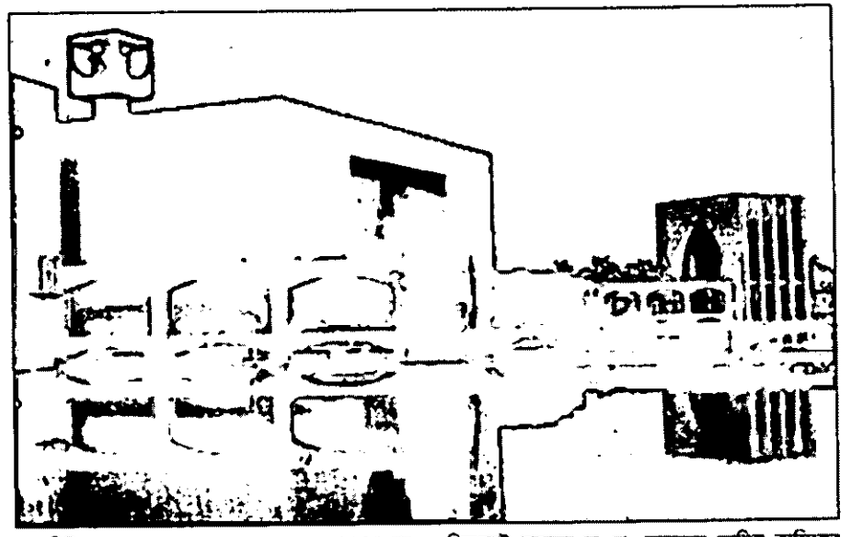

রাজনীতিকদের জন্য সুখকর নয়। তাদের আশংকা হল, যে কারণে কওমী আলেমদের বশে আনা যাচ্ছে না, আলিয়া নেসাবের আলেমদেরকেও হয়ত তখন কথা শোনানো যাবে না। এ জন্যেই তারা মাদ্রাসা শিক্ষাকে কেবল জুনিয়র ও সিনিয়র স্তর পর্যন্ত চায়, উচ্চতর স্তরকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে নিতে চায়। কিন্তু যখন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে মাদ্রাসা শিক্ষার পির দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন তো জুনিয়র ও সিনিয়র স্তরের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তখন ইসলামের চেয়ে দলীয় স্বার্থকে বড় করে দেখার পরিণতি কি হবে। হয়ত বলবেন যে, এসব কথা নানাজনের মনের কল্পনা ও অনুমান, সত্য নয়। আমরাও আন্তরিকভাবে চাই যে, এগুলো সত্য না হোক এবং সবাই মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহ্যের ধারক বাহক হোক। কিন্তু তাদের নীরবতাই এসব কল্পনা, সন্দেহ ও অনুমানের জন্য দিচ্ছে। তারা কিছুতেই বলছেন না যে, মাদ্রাসার ফাযিল কামিলের এফিলিয়েটিং এর জন্য ঢাকায় স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হোক। ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাবিতে তাদের মিছিল মিটিং এর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে কসুর করছেন না। এর ফাঁকেও তারা ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি উচ্চারণ করছেন না। এমনকি জনমতের ভয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার কথা বলতেও সাহস করছেন না; বরং ভেতরে ভেতরে শিকড় কাটার কাজটাই করে যাচ্ছেন। সরকার যখন এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় প্রতিষ্ঠার রূপরেখা প্রণয়ন কমিটি গঠন করেছিল, কমিটির সকল সদস্যের মতামতের বিরুদ্ধে একজন লোক কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাবার জন্যে জেদ ধরে বসেন। এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে নিউক্লিয়ের পরিণতির শিকার করার জন্য তদবির চালাচ্ছেন। আপনাদের এই নীরবতা আমাদের কাছে সত্যিই অসহনীয়। এ কারণেই এসব অভিযোগ, অনুযোগ। দয়া করে এদেশের ইসলাম ও মুসলমান এবং ধর্মীয় শিক্ষার ঐতিহ্যের বিষয়টি নিয়ে এই কঠিন সময়ে একটুখানি ভেবে দেখুন।

মাদ্রাসায় ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাপন জারি করেছিল বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। তারা জনমতের ভয়ে তা বাস্তবায়ন করার সাহস করেনি। ধর্মপ্রাণ জনগণ রায় দিয়ে আপনাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে দেশবাসীর মনের ভাষা আপনাদের বুঝা উচিত ছিল। কিন্তু এখন সেই আওয়ামী লীগ আমলের প্রস্তাপন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৩০% মহিলা শিক্ষক-নিয়োগ না দিলে নতুন এমপিওভুক্তি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। দেশে পুরুষ মাদ্রাসার পাশাপাশি বহু মহিলা মাদ্রাসা আছে। মহিলা মাদ্রাসাগুলোতে ১০০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হোক। প্রয়োজনে আরো মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হোক। তা না করে পুরুষ মাদ্রাসায় ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা আরোপের অর্থ কি দাঁড়ায়? বহুদিক থেকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা কলুষিত হলেও মাদ্রাসার ধর্মীয় অঙ্গন তুলনামূলকভাবে এখনো পবিত্র। সিনেমা, টিভি, স্যাটেলাইট ও মুদ্রণ-মিডিয়ায় অশ্লীলতার সয়লাবের মোকাবিলায় আলেম সমাজের নৈতিক শক্তি, উপদেশ ও পর্দার চেতাই বিপর্যয় রোধ করে রেখেছে। এ কারণে মাদ্রাসায় ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে নারী-পুরুষে অবাধ মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টি ও পর্দার চেতনা ধ্বংস করার চক্রান্ত করা হয়েছে বলে আমাদের আশংকা। দুঃখজনক হল- এব্যাপারেও আপনারা মুখে তালা দিয়ে আছেন। হয়ত বৃহৎশক্তি নাখোশ হবার ভয়ে অথবা ক্ষমতায় থাকার অজুহাতে এই নীরবতা হিকমত হিসেবে বিবেচনা করছেন। এ ক্ষেত্রে আপনাদের বলার বুঝানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। শুধু আল্লামা ইকবালের একটি কবিতার দু'টি চরণ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

'আই তায়েরে লাহুতী-উস্ রিযক সে মউত আছি।
জিস্ রিযক সে আতী হো পরওয়ায় মে কোতাহী'
হে উর্ধ্বলোকের পাখি সেই জীবিকার চেয়ে মরণ উত্তম।
যে জীবিকার ফলে উড়াল দিতে হয়ে পড় তুমি অক্ষম।